কাজী জিয়া শামস এর

ঢাকার চিঠি

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,
আসসালামু আলাইকুম।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। নিউইয়র্কে প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠার কথা শুনে আসছিলাম অনেকদিন থেকে। আপনার উদ্যোগে অনেকদিন পরে হলেও একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো। অবশ্যই সর্বমহলের সহযোগিতা ছাড়া এ রকম বড় উদ্যোগ সফল হওয়া অসম্ভব। গঠিত প্রেসক্লাবের নবনিযুক্ত সকল কর্মকর্তাদের এখন সময়ের ঢাকা অফিসের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করি রাজনীতির কাদা ছোড়াছুড়ি, আঞ্চলিক রেষা-রেষি বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের উর্ধ্বে উঠে সবাই বাংলাদেশের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে যার যার দায়িত্ব পালনে পিছপা হবে না।
সাংবাদিকতার সাথে জড়িত নন এমন কয়েকজনের সাথে কথা বলে দেখেছি তারা নিউইয়র্কের সাংবাদিক মহলের ওপর তেমন একটা সন্তুষ্ট নন। এর কারণ হিসেবে সেখানকার ‘কম্যুনিটির’ ভিতর তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারে রাজনৈতিক অভিলাষি আত্মপ্রচারগ্রস্ত রোগীদের মত সাংবাদিকরাও পেশাগত নৈতিকতা ভুলে নেমে যান ঝগড়া-বিবাদে ও অনৈতিক মিথ্যাচারে। প্রবাসী সাধারণ– অবশ্য প্রবাসে ‘সাধারণ’ মানুষ পাওয়া খুবই কষ্টকর কারণ প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন সমিতি বা এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা অথবা কর্মকর্তা পরিবারের কেউ। যাই হোক ক্ষুদ্র সংখ্যক সাধারণ মানুষেরা এই বিষয়গুলোকে ভাল চোখে দেখেন না। আমার বিশ্বাস আপনাদের নেতৃত্বে সাংবাদিকতার উপর আরোপিত অসম্মানজনক বিশেষণগুলো মুছে যাবে। ঢাকার কথা বলতে গিয়ে কথাগুলো বলে নিলাম নতুন প্রেসক্লাবের কর্মকর্তাদের বরণ করে। ঢাকার খবর তথৈবচ। শেখ হাসিনার শরীর নিয়ে সরকারের রহস্য তৈরি এবং দলের নেতাকর্মীদের দুশ্চিন্তা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। শুধু দলীয় না এখন খালেদা জিয়া নিজেও শেখ হাসিনার স্বাস্থ্য নিয়ে ‘উৎকণ্ঠিত।’ লাভ নেই, কারণ রাষ্ট্রীয় কিছু ‘গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত’ গ্রহণের জন্য আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ। দেখা যাক হাসিনার স্বাস্থ্য রাজনীতির কোন পরিবর্তন সাধন করে।
বেগম খালেদা জিয়াতো আগে থেকেই আপসহীনভাবে বলে যাচ্ছেন–বিদেশে যাব না। সেটায় এখনো অনড় আছেন। এদিকে হান্নান শাহ এবং খোন্দকার দেলোয়ারকে নিয়ে বিএনপিতে যে নতুন মেরুকরণের কথা বাজারে এখন প্রচলিত আছে তা এই দুই নেতার সহাবস্থানের ফলেই অমূলক প্রমাণিত হতে পারে। সাইফুরহাফিজ এখন এই বড় দুই নেতাদের রাজনীতির কাছে নিতান্তই দর্শক। অবশ্য গয়েশ্বর রায়ের মত প্রায় নিরীহ প্রকৃতির নেতারা মাঝে মাঝে মিডিয়ার প্ররোচনায় দলীয় পরিচয়ে ‘ব্যক্তিগত মত’ প্রচার করে চলছেন।
রোববার দুপুরে হঠাৎ (?) গীতা পাসি জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মতিউর রহমান নিজামীসহ দলের শীর্ষ নেতাদের সাথে ঘন্টাব্যাপী সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ শেষে গীতা পাসি সাংবাদিকদের বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র সবার অংশগ্রহণে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২০০৮ এর মধ্যে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায়’। বাংলাদেশের সব মানুষই এখন তাই চায়। যুক্তরাষ্ট্র চাইলে যে চাওয়াটা পূরণ হওয়ার ব্যাপারে আর সন্দেহ থাকে না বলেই প্রচলিত।
উত্তরাধিকার আইন নিয়ে দেশে যে ‘উত্তেজনা’ তৈরি হয়েছিল তা এখন অনেকটাই প্রশমিত। সরকারের অনেক দায়িত্বশীর উপদেষ্টা এখন অপ্রাসঙ্গিকভাবেও বলে বেড়াচ্ছেন যে, ‘কোরআন সুন্নাহর বিপরীতে কোন আইন প্রচলন করা হবে না।’ হওয়ার উপায়ও নেই কারণ গত কয়েক জুমায় বিভিন্ন মসজিদের খুৎবায় ইমামগণ এবং দেশের সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানই সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছে। অনেকেই বলছেন এটি একটি ‘খোঁচা’। সরকার দেখতে চাচ্ছিল দেশের মানুষের ‘সেন্টিমেন্ট’ এখন কোন পর্যায়ে আছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে তাদের রাস্তায় নামিয়ে সরকার দেশে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি নিধনের নামে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে চাচ্ছে।
আমরা এখন দ্রব্যমূল্য মোকাবিলায় অর্থ উপদেষ্টার পরামর্শে ‘কম খেয়ে’ দিন যাপন করছি। আপাতত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে মতামত দেওয়ার সুযোগ নেই। দোয়া করবেন যেন জানে-মানে সুস্থ্য থাকি। তাহলেই আগামী সপ্তাহে আবার উপস্থিত হব ঢাকার চিঠি নিয়ে।